বিষয়বস্তুঃ হজ্জের গুরুত্ব ও ইতিহাস

যুল কা’দাহ মাসের পঞ্চম জুমুআর বয়ান

(২৯ যুল কা’দাহ ১৪৪৫ হিজরী, ৭ জুন ২০২৪)
প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু’মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।
বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।
ক্রমিক নং ১৪৭

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ:فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

۞صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভাই সকল ! সর্ব প্রথম মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে, তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত ভালোবেসে তাঁর ঘরেতে তাঁর পবিত্র কালাম থেকে কিছু কথা শোনার তাওফীক দিয়েছেন। বলিঃ আলহামদু লিল্লাহ।

মনে রাখবেন, আজ যুল কা’দাহ মাসের ২৯ তারিখ, পঞ্চম জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, হজ্জের গুরুত্ব ও ইতিহাস। কুরআন করীমের সূরা আল

ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেনঃ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا "আর আল্লাহর জন্য কা'বা ঘরের হজ্জ করা ওই সমস্ত মানুষের উপর ফরয যারা ওই পর্যন্ত পৌঁছনোর সামর্থ রাখে।" অর্থাৎ যারা দৈহিক ও আর্থিক দিক দিয়ে কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছনোর ক্ষমতা রাখে, তাদের উপর হজ্জ ফরয।

সুধী বন্ধুগণ ! যেহেতু আজ যুল কা'দাহ মাসের ২৯ তারিখ, তাই আজ সন্ধায় যদি আকাশে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে আগামীকাল ইনশা আল্লাহ যুল হিজ্জাহ মাস অর্থাৎ হজ্জের মাস শুরু হয়ে যাবে।

আমরা প্রায় সকলেই খবর রাখি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজীরা সকলে এবছর হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে এতদিনে মক্কায় পৌঁছে গিয়েছেন। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পৃথিবীতে একটি গাছের পাতাও পর্যন্ত নড়ে না। সূরা আনআমের ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا "আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে একটি গাছের পাতাও মাটিতে পড়ে না।"

অতএব আল্লাহর তাওফীক ছাড়া কেউ হজ্জও করতে পারে না। সেজন্য আমরা সমাজে দেখতে পাই যে, কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও হজ্জ করার তাওফীক হয় না। অথচ আবার একজন মধ্যবিত্ত মানুষ জমি-জায়গা বিক্রি করেও হজ্জে যাচ্ছে। এটা সেই মহান রব্বুল আলামীনের তাওফীক ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে এখানে একটি তথ্য জেনে রাখা দরকার, সেটা হল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সমস্ত বান্দারা আল্লাহর ঘরের দীদার এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে তালবিয়াহ পড়তে পড়তে অর্থাৎ লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলতে বলতে মক্কায় হাজির হন, তারা কিন্তু প্রত্যেকেই আত্মাজগতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সেই ঘোষণার জওয়াবে সাড়া দিয়েছিলেন, যে ঘোষণা তিনি কা'বা ঘরের পুনর্নির্মাণের পর দিয়েছিলেন।

তাফসীরে তবারী সহ সমস্ত তাফসীরের কিতাবগুলিতে মুফাসসির সম্রাট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ لَمَّا فَرَغَ اِبْرَاهِيْمُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ "যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা ঘরের পুনর্নির্মাণ

শেষ করলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বললেনঃ أَذِّنْ فِي النَّاسِ "হে ইবরাহীম ! তুমি (সারা পৃথিবীর) মানুষের মাঝে এই কা'বা ঘরের হজ্জের ঘোষণা দাও।"

যেহেতু তখন সেখানে তাঁর নিজের স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈল এবং ইয়ামানের জুরহুম গোত্রের কিছু মানুষ ছাড়া আর কেউ ছিল না, তাই তিনি উত্তরে বললেনঃ رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي "হে আমার প্রভু ! আমার আওয়াজ সারা পৃথিবীর মানুষদের কানে কীভাবে পৌঁছবে ?"

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বললেনঃ أَذِّنْ وَعَلَيَّ الْبَلَاغُ "তুমি ঘোষণা দাও। ঘোষণা করার দায়িত্ব তোমার, আর আওয়াজ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার।" সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ঘোষণা দিলেনঃ أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَحُجُّوْا "হে মানব জাতি ! তোমাদের উপর এই পবিত্র ঘরের হজ্জ করা ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ কর।" হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) বলেনঃ জমিন ও আসমানের মাঝে তখন যারাই ছিলেন, আরেকটি বর্ণনায় এসেছে এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকলে সেই আওয়াজ শুনেছিল। সেজন্য আল্লাহ রব্বুল

আলামীন যাদের যে বছরে হজ্জ আদায় করার তাওফীক দেন তারা সকলে সে ঘোষণার ডাকে সাড়া দিয়ে লাব্বাইক বলতে বলতে মক্কায় হাজির হন। এই তথ্যটি ইমাম হাকিম (রহ) মুস্তাদরক কিতাবের ৩৪৬৪ নম্বর হাদীসের মধ্যেও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

মুহ্তারম উপস্থিতি ! হজ্জ ফরয হয় কাদের উপর জানেন ? উলামায়ে কিরামগণ ফিকাহের বিভিন্ন কিতাবের আলোকে প্রায় ৮টি শর্ত উল্লেখ করেছেন।

প্রথম শর্তঃ মুসলিম অর্থাৎ মুসলমান হতে হবে। সুতরাং অমুসলিমদের উপর হজ্জ ফরয নেই। বরং তাদের জন্য হজ্জ করা নিষেধ। মনে রাখবেন, মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ মক্কায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কাফির, মুশরিকরা কা'বা শরীফের হজ্জ করত। তবে তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কা'বা শরীফের তাওয়াফ করত। তারা এর কারণ হিসেবে বলতঃ যে কাপড় পরিধান করে আমরা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করি, সে কাপড় পড়ে আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফের তাওয়াফ করতে পারি কি করে ? তারা এটাকে মহাপাপ মনে করত।

এ যেন ঠিক এমন হয়ে গেল, যেমন এক ভণ্ড পীর সাহেব নিজেকে আল্লাহর নেক বান্দা ও পীর বলে দাবি করত, অথচ মুতে পানি নিত না। তাকে যখন তার কোন একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করল যে, হুজুর আপনি মুতে পানি নেন না কেন ? তখন পীর সাহেব বললঃ দেখো বৎস ! কারবালার যুদ্ধের ইতিহাস তোমার মনে আছে ? যখন কারবালার ময়দানে হযরত ইমাম হোসেন এবং তার পরিবারকে ইয়াযীদের সৈন্যদলেরা নির্মমভাবে হত্যা করল, তারপর তাদের পিপাসা লাগলে তাদেরকে একফোঁটা পানিও দিল না, যারফলে পিপাসার কাতরে পানি পানি করে চিল্লাতে চিল্লাতে সকলে শহীদ হয়ে গেলেন। এখন তুমি বলোঃ সেই পানি আমি আমার ওই প্রাইভেট জায়গায় কি করে লাগাতে পারি ? এটা পাপ হবে না ?

দেখুন, কতবড় ভণ্ড ! কথায় বলে, মুতে পানি নেয় না, হেগে ছোঁচায় না, আবার বায়ু সরিয়ে গোসল করার জন্য গলা পানিতে যায়। অনুরূপভাবে মক্কার কাফির, মুশরিকরা একে তো আল্লাহর সঙ্গে তারা দেব-দেবীদেরকে শরীক

করত, আবার সহবাসের কাপড় পরে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করাকে মহাপাপ মনে করত।

যাইহোক যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেল, তখন তার দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ নবম হিজরীতে ইসলামে প্রথম হজ্জ ফরয হল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বছরে নিজে হজ্জ পালন করতে যান নি। বরং সাইয়েদুনা আবূ বকর (রযি) কে আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। যখন আবূ বকর (রযি) হজ্জের দায়িত্ব পালনের জন্য মক্কায় পৌঁছে গেলেন, তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পিছনে হযরত আলী (রযি) কে ৪টি বিষয়ে মক্কায় ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন। সেই ৪টি বিষয় সুনানে তিরমিযীর ৩০৯২ নম্বর হাদীসে হযরত আলী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেনঃ بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ "আমাকে পাঠান হয়েছে ৪টি বিষয় দিয়ে।

(১) أَنْ لَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ "এবার থেকে কোন ব্যক্তি উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবে না।" (২) وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ فَهُوَ اِلٰى مُدَّتِهِ "নবীজির সাথে যে (অমুসলিম) ব্যক্তির কোন নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত চুক্তির মিয়াদ

আছে, তার চুক্তি সেই মিয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি নেই, তাদের জন্য চার মাস মিয়াদ নির্ধারণ করা হল। মিয়াদ শেষ হলে মক্কার হারামের সীমানা ত্যাগ করতে হবে।” (৩) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ “অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যেন না মনে করে যে, আমরা ঈমান না আনলেও জান্নাতে যাব। কেননা একমাত্র ঈমানদার ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না।” (৪) وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُشْرِكُوْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا “এ বছরের পর থেকে এই মক্কা নগরে মুসলিম এবং মুশরিক উভয় শ্রেণীর মানুষ একসাথে জমা হতে পারবে না।” বোঝা গেল, হজ্জ ফরয ও শুদ্ধ হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত।

দ্বিতীয় শর্তঃ হজ্জ ফরয হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল, হুর্ অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। বোঝা গেল, গোলাম বা দাসের উপর হজ্জ ফরয নয়। কেননা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কোন স্বাধীনতা ও অধিকার নেই।

তৃতীয় শর্তঃ আকিল অর্থাৎ বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। অতএব পাগলের উপর হজ্জ ফরয হয় না।

চতুর্থ শর্তঃ বালিগ অর্থাৎ সাবালক, সাবালিকা হওয়া। সুতরাং নাবালক, নাবালিকার উপর হজ্জ ফরয নেই। তবে যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন নাবালিক সন্তানকে হজ্জে নিয়ে যায়, আর তার হজ্জের আমলগুলি সে আদায় করিয়ে নেয়, তাহলে সেই হজ্জের নফল সাওয়াব নাবালকের জন্য হবে আর সাথে সাথে তার অভিভাবকও সাওয়াবের ভাগিদার হবেন। সহীহ মুসলিমের ১৩৩৬ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, একজন মহিলা নিজের একটি নাবালক বাচ্চাকে উঁচু করে জিজ্ঞেস করল, يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَلِهٰذَا حَجٌّ "হে আল্লাহর রসূল ! এই বাচ্চার জন্য হজ্জ আছে ? অর্থাৎ এই বাচ্চা হজ্জের সাওয়াব পাবে ? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ نَعَمْ,وَلَكِ أَجْرٌ "হ্যাঁ, এর জন্য সাওয়াব আছে এবং তুমিও সাওয়াব পাবে।" বোঝা গেল, নাবালকের উপর হজ্জ ফরয নেই, তবে করলে সে ও তার অভিভাবক উভয়েয় সাওয়াব পাবে। জেনে রাখা দরকার, উলামায়ে কিরামগণ এই হাদীসের আলোকে বলেছেনঃ যদি পিতা-মাতা নাবালক সন্তানদেরকে নামায, রোযা ও দান-সদকা করার উপর

অভ্যস্ত বানায়, তাহলে সেই ইবাদতের নফল সাওয়াব পিতা-মাতাও পাবে এবং সাথে সাথে বাচ্চাদের জন্যও সংরক্ষিত থাকবে। অতঃপর যখন সাবালক হওয়ার তাদের আমলনামার খাতা খোলা হবে, তখন তাদের সেই সাওয়াবগুলো লিখে দেওয়া হবে। এমনই ব্যাখ্যা হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণ লিখেছেন।

পঞ্চম শর্তঃ ইস্তেত্বাআতে মালী অর্থাৎ আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষমতাশিল হওয়া। সূরা আল ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا "যারা কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছনোর ক্ষমতা রাখে তাদের উপর হজ্জ ফরয।"

এখন ক্ষমতা দুই প্রকারঃ আর্থিক ক্ষমতা ও শারীরিক ক্ষমতা। আর্থিক ক্ষমতার ব্যাখ্যা হল, যে ব্যক্তির কাছে হজ্জের মরসুমে যাকাতের সম্পদ অর্থাৎ সোনা, রুপো, দেশীয় মুদ্রা এবং ব্যবসায়ী মাল ঋণ বাদে এতটা পরিমাণে অর্থ থাকে, যেটা তার মক্কা পর্যন্ত পৌঁছনো ও সেখান থেকে ফিরে আসার রাহা খরচ ও খাওয়া খরচ এবং সে যতদিন হজ্জের উদ্দেশ্যে বাইরে সফরে থাকবে ততদিন তার

পরিবারের সংসারের খরচের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, তখন সেই ব্যক্তি আর্থিক দিক দিয়ে হজ্জের জন্য ক্ষমতাশিল বলে গণ্য হবে। তার উপর হজ্জ ফরয।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির কাছে হজ্জের মরসুমে এই সমস্ত যাকাতের সম্পদ ছাড়া জমি-জায়গা, ঘর-বাড়ি, দোকান-ফ্লাট, মেশিনপত্র কিংবা নিজের বাড়ির ব্যবহারের সামানপত্র প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত থাকবে, সে ব্যক্তির উপরেও হজ্জ ফরয। এখানে জমি-জায়গা প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত হওয়া বলতে, উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তির জন্য পূর্ণ এক বছর সংসার খরচের জন্য ৩ বিঘা জমি যথেষ্ট, অথচ তার কাছে ১০ বিঘা জমি আছে। অর্থাৎ ৭ বিঘা জমি বেশি আছে। এই ৭ বিঘা'ই হল, প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত। উলামায়ে কিরামগণ লিখেছেন, এমনকি দরকার পড়লে এই অতিরিক্ত জমি-জায়গা এবং অতিরিক্ত ঘর-বাড়ি বিক্রি করে হজ্জে যেতে হবে। সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহ্ফাতুল আলমায়ীর ২ খণ্ডের ৫৬৫ পৃষ্ঠায় এ মাসআলাটি লেখা আছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে হজ্জ করার তাওফীক দান করুন।

ষষ্ট শর্তঃ হজ্জ ফরয হওয়ার ৬ নম্বর শর্ত হল, ইস্তেত্বাআতে বদনী অর্থাৎ শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়া। সুতারাং অসুস্থ ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয নয়।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! এখানে একটি মাসআলা মনে রাখবেন, যদি কোন ব্যক্তির উপরে সুস্থ অবস্থায় হজ্জ ফরয হয়, কিন্তু সে হজ্জ করল না। অতঃপর সে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে, তার সুস্থ হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই। কিংবা এমন বৃদ্ধ হয়ে গেল যে, চলতে ফিরতে পারে না এবং সাওয়ারীতেও চড়তেও পারে না। সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির উপর অন্য কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দিয়ে বদলী হজ্জ করান আবশ্যক হবে। অথবা ইন্তেকালের পূর্বে এ সম্পর্কে অসিয়ত করে যাওয়া জরুরী হবে। এ মাসালাটি ফাতাওয়া হিন্দিয়ার ১ম খন্ড ২৫৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

সপ্তম শর্তঃ ৭ নম্বর শর্ত হল, মক্কায় যাওয়ার রাস্তা এতটা নিরাপদ হওয়া যে, অধিকাংশ মানুষ নিরাপত্তার সাথে হজ্জ করে বাড়ি ফিরে আসছে। যদি রাস্তা এতটা নিরাপদ না হয় তাহলে হজ্জ ফরয নয়।

অষ্টম শর্তঃ মহিলার ক্ষেত্রে হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত হল, তার সঙ্গে তার স্বামী কিংবা তার রক্তের সম্পর্ক একজন মাহ্‌রাম পুরুষ যাওয়া। যার যাবতীয় খরচ ওই মহিলা বহন করবে। যদি কোন মহিলা মাহরাম পুরুষ না পায়, কিংবা তার খরচা বহন করার ক্ষমতা না রাখে, তাহলে তার উপর হজ্জ ফরয হবে না।

মুহ্‌তারম ভাই সকল ! হজ্জ ফরয হওয়ার এই ৮টি শর্ত মিশকাত শরীফের বিখ্যাত উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাযাহিরে হকের ২য় খণ্ডের ৭১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

পরিশেষে একটি কথা মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, সে ব্যক্তির জন্য বেঈমান হয়ে মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা আছে। এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস লক্ষ্য করিঃ সুনানে তিরমিযীর ৮১২ নম্বর হাদীসে হযরত আলি (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ اِلٰى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

“যে ব্যক্তি এতটা অর্থ সম্পদের মালিক হল যে, সে মক্কায় পৌঁছে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করতে পারে অথচ সে হজ্জ করল না। তার ক্ষেত্রে আমার কোন পরওয়া নেই, সে ইয়াহূদী হয়ে মরবে না খৃষ্টান হয়ে মরবে। অর্থাৎ তার বেঈমান হয়ে মৃত্যুবরণের আশঙ্কা আছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে পবিত্র হজ্জ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ, হাফিয আবূযার সাল্লামাহু ও মাস্টার আশিক ইকবাল